দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে

শরীফুজ্জামান পিন্টু

দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করবে। মেডিক্যাল কলেজসমূহ ও টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে জানুয়ারির মধ্যে। এ সময়ের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা শেষ করা নির্ভর করছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। পরীক্ষা নেয়ার পরিবেশ থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পরিষদ জানুয়ারি ও মার্চের মধ্যে দু'দফায় ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করার সুপারিশ করেছে। সম্প্রতি পরিষদের এক সভায় সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ সুপারিশ করা হয়। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগের মতো নিজ নিজ ভর্তি পদ্ধতি অনুসরণ করবে। তবে কোন, কোন

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

মার্চের তৃতীয়

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পদ্ধতি ও ভর্তি পরীক্ষা রদবদল করতে পারে। টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে প্রতিবছর সহস্রাধিক ভর্তির আসন খালি থাকে। বিশেষ করে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব আসন খালি রাখতে বাধ্য হয়। কারণ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর কোন ছাত্র বুয়েট বা মেডিক্যালে সুযোগ পেলে সেখানেই ভর্তি হয়। অন্যদিকে ফাঁকা পড়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন। এ ব্যবস্থা বন্ধের জন্য উপাচার্য পরিষদ মেডিক্যাল ও টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া আগেভাগে সম্পন্ন করার সুপারিশ করেছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্চের মাঝামাঝি ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করবে। এ বছর ভর্তি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষা কেমন হবে সে সম্পর্কে প্রতিটি বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে। এ মতামতের প্রেক্ষিতে এ মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি ঠিক করা হবে। তবে অধিকাংশ শিক্ষক এমসিকিউ পদ্ধতি ও একাধিক প্রশ্নসেট রাখার পক্ষে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ যাতে না ওঠে সে জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা নেব। তিনি আরও বলেন, গোটা ভর্তি প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত শেষ হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা হবে। উল্লেখ্য, বিগত বছর পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি, পরীক্ষা নেয়া, ফল প্রকাশ ও ভর্তি সম্পন্ন করতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগত।

এদিকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পদ্ধতিতে রদবদল আনা হচ্ছে। এ বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর থাকলে একজন ছাত্র ভর্তির আবেদন করতে পারবে। আগে ১২০০ নম্বর থাকলে আবেদন করা যেত। লিখিত পরীক্ষা এ বছর নেয়া হবে ১০০ নম্বরের মধ্যে। আগে ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হতো। তবে ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা বহাল রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, উপাচার্য পরিষদ রমজানের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশ করেছে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়া নির্ভর করছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।